যীশু ও মন্দ-আত্মা

(Jesus & Demon)

লূক ৪ অধ্যায় ৩১-৩৭ পদ

আজ থেকে আমরা আবার ডাক্তার লূকের লেখা সুসমাচার থেকে শিখব। আজ আমরা ৪:৩১-৩৭ পদ পাঠ করেছি। এর আগে লূক ৩ ও ৪ অধ্যায়ে যীশুর বিষয় আমরা যে সমস্ত বিষয় দেখেছি, তা হল, (১) বাপ্তিস্মের সময় তিনি ঈশ্বরের পুত্র ও মশীহ হিসাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন, (২) প্রান্তরে দিয়াবলের পরীক্ষার উপর তিনি জয়লাভ করেছেন, (৩) তিনি নাসরতের সমাজগৃহে যিশাইয় ভাববাদী পুস্তক থেকে পাঠ করেছেন ও তাঁতে সেই ভাববাণীর পূর্ণতার কথা ঘোষণা করেছেন, (৪) কিন্তু কোনও ভাববাদী যেমন স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না, তেমন তিনিও তাঁর হোমটাউন (আদি সহর) নাসরতের লোকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এবং যখন তারা তাঁকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে, তখন তিনি তাঁর আদি সহর নাসরত ত্যাগ করেছেন।

আজ আমরা তাঁকে গালীল প্রদেশের অন্য একটি ছোট্ট নগর কফরনাহূমে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, নাসরত থেকে বিতাড়িত হয়ে এই কফরনাহূমকেই তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যার প্রধান কেন্দ্র করলেন (মার্ক ২:১)। এটি ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য শিমোন পিতরের হোমটাউন। গালীল হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীরের এই ছোট্ট নগরকে কেন্দ্র করে যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার বেশির ভাগ অংশ ব্যয় করতে চলেছেন। লূক ১৯ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর এই কফরনাহূম-কেন্দ্রিক পরিচর্যার বর্ণনা আমরা দেখতে পাব, যার পর তিনি জেরুশালেমের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। একদিকে, গালীল হ্রদ যেমন মাছে পূর্ণ ছিল; অন্যদিকে, ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই অঞ্চল ছিল কৃষিকাজে উপযুক্ত উর্ব্বর মাটিতে পূর্ণ। গালীল হ্রদ ছিল ১৩ মাইল দীর্ঘ ও ৮ মাইল প্রশস্ত এক বৃহৎ জলাশয়, তাই মথি লিখিত সুসমাচারে একে গালীল সাগর বলা হয়েছে। এই জলাশয়ের তীরে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নগর, আর তাদের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান ও বিখ্যাত নগর হল কফরনাহূম।

১। বিস্ময়কর শিক্ষক : ৩১ পদে বলা হয়েছে, *"পরে তিনি (যীশু) গালীলের কফরনাহূম নগরে নেমে আসলেন। আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন; এবং লোকেরা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল; কারণ তাঁর বাক্য ক্ষমতাযুক্ত ছিল।"* যীশুর প্রাথমিক পরিচর্যা ছিল সুসমাচার প্রচার ও শিক্ষাদান, আর তাই আমরা এখানে তাঁকে বিশ্রামবারে কফরনাহূমের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে দেখতে পাচ্ছি, যেমন তিনি এর আগে নাসরতেও করেছিলেন। এর আগে আমরা সমাজগৃহ সম্বন্ধে শিখেছি, যাকে আমরা পুরাতন চুক্তির মণ্ডলী বলতে পারি, যেখানে ইহুদিরা মিলিত হয়ে ঈশ্বর আরাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। তাদের কাছে বিশ্রামবার ছিল শনিবার, কিন্তু আমাদের কাছে তা হল রবিবার, যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের দিন, যেদিন বিশ্রামবারসহ পুরাতন চুক্তির সমস্ত বিষয় পূর্ণ হয়েছে।

যীশুর উপদেশ শুনে লোকেরা চমৎকৃত হয়েছিল। কারণ, তাঁর বাক্য ছিল ক্ষমতাযুক্ত। এই কথার অর্থ তাঁর প্রচার বা শিক্ষা একঘেয়েমির দ্বারা অন্যদের ক্লান্ত করত না। তাঁর প্রচার ও শিক্ষা ছিল পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ। নাসরতের সমাজগৃহে তিনি যখন তাঁর শিক্ষাদান শুরু করেছিলেন, তখন যিশাইয় ভাববাদীর সেই ভাববাণী তাঁতে পূর্ণ হবার কথা বলেছিলেন, *"প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, . . . সুসমাচার প্রচার করবার জন্য"* (লূক ৪:১৮)। অর্থাৎ, তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে সুসমাচার প্রচার করেছেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই, লোকেরা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হয়েছে, যা ছিল তাদের অন্য গুরুদের থেকে পৃথক: *"তিনি ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তির ন্যায় তাদের উপদেশ দিতেন, তাদের অধ্যাপকদের ন্যায় নয়"* (মথি ৭:২৯; মার্ক ১:২২)। আজ তিনি একইভাবে তাঁর বাক্য-প্রচারকদেরও তাঁর আত্মায় পূর্ণ করে থাকেন, যেন তাদের প্রচারের দ্বারাও লোকেরা চমৎকৃত হয়।

২। মন্দ-আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিতের আরোগ্যদাতা: কিন্তু কেবল শিক্ষাদান নয়; সেদিন কফরনাহূমের সেই ছোট্ট সমাজগৃহে একটি ঘটনা ঘটে, যার বর্ণনা পরবর্তী পদগুলিতে দেওয়া হয়েছে: *"তখন ঐ সমাজগৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তাকে অশুচি ভূতের আত্মায় পেয়েছিল;*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সে উচ্চরবে চেঁচিয়ে বলল, আহা, হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে আসলেন? আমি জানি, আপনি কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি'' (৩৩-৩৪ পদ)। ১যোহন ৩:৮ পদে বলা হয়েছে, *"ঈশ্বরের পুত্র এইজন্যই প্রকাশিত হলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন।''* এখন যে দিয়াবলের শক্তি লোপ করতে ঈশ্বর পুত্র এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিলেন, আমরা সেই দিয়াবলের শক্তির সঙ্গে এখানে মশীহের মুখোমুখি সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি। এর আগে তিনি প্রান্তরে দিয়াবলের সমস্ত পরীক্ষাকে বিনা পাপে প্রতিহত করেছেন। কিন্তু দিয়াবল তাঁকে ছাড়েনি। এখানেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, আমরা দিয়াবলের মুখ থেকে সঠিক খ্রীস্টতত্ত্ব শুনতে পাচ্ছি, সে যীশুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এখানে সত্য স্বীকারোক্তি করেছে। তার সেই স্বীকারোক্তিকে যীশু যদিও আমল দেননি, কিন্তু তিনি সেই মন্দ-আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিকে সুস্থ করে মন্দ-আত্মার শক্তির উপর তাঁর বিজয় ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মন্দ-আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন একজন ব্যক্তি কী করে সমাজগৃহে এসে উপস্থিত হল? আমাদের অনেকের মনে এমন ধারণা আছে যে, মণ্ডলীর ভিতরের সমস্ত মানুষ হল খুবই উত্তম আর মণ্ডলীর বাইরের সকলেই দিয়াবলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজ বাক্য আমাদের কাছে যে সত্য তুলে ধরেছে, তা হল, মণ্ডলীর ভিতরেও এমন ব্যক্তির আনাগোনা থাকতে পারে। দিয়াবল যেমন যীশুর শিষ্য ঈষ্কারিয়োতীয় যিহূদাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং তাকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যা সাধন করেছিল; ঠিক একইভাবে আজও সে মণ্ডলীর ভিতরের **অবিশ্বাসীদের** নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যার ফলস্বরূপ, মণ্ডলীতে বিভিন্ন দলভেদ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। যীশু যেমন বলে গেছেন, ঠিক তেমনই তাঁর মেষদের ধ্বংস করতে নেকড়েরা মণ্ডলীতে হানা দিয়ে থাকে (মথি ৭:১৫)। প্রেরিত ২০:২৯ পদে, প্রেরিত পৌলও মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একই কথা বলে সতর্ক করেছেন। তাই, মণ্ডলীর ভিতরেও মন্দ-আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির উপস্থিতি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

এই কারণে মন্দ-আত্মা বা দিয়াবল সম্বন্ধে আমাদের সঠিক খ্রীস্টীয় ধারণা একান্ত প্রয়োজন। সি. এস. লিউইস তাঁর "*The Screwtape Letters*" নামক পুস্তকে এমন কথা বলেছেন, *"দিয়াবলের বিষয় মানুষ আমরা দুটি সমান ও বিপরীত ভুল করতে পারি। একটি হল, তাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস; আর অন্যটি হল, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং অত্যাধিক ও অস্বাস্থ্যকর আগ্রহ প্রকাশ।''* যখনই 'দিয়াবল' নামক শব্দটি আমাদের কানে আসে, তখনই আমরা দুই দলের লোকে বিভক্ত হয়ে পড়ি। একদল এমন কথা বলি: *দিয়াবল বা মন্দ-আত্মা বলে কিছু নেই। তাদের অস্তিত্ব কেবল গল্প-কথায়। তাই, আমি তাদের বিষয় বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। তাই, তাদের কথা শুনতে আমি আগ্রহী নই।* অন্যদিকে, অপর দলের লোকদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দিয়াবল বা শয়তান সম্বন্ধে অস্বাস্থকর কৌতুহল। তারা তাদের সমস্ত বিষয়ের জন্য শয়তানকে দোষ দিয়ে থাকে (যেমন আদি ৩ অধ্যায়ে হবা দিয়াবলকে দোষ দিয়েছিল)। তারা সব কিছুর মধ্যেই দিয়াবলকে দেখতে পায়।

এখন যে কারণে প্রথম দলের লোকেরা দিয়াবলের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে থাকে, তা হল, আধুনিকতাবাদ, যা আমাদের বিগত কয়েক শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-যুক্তিবাদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা কেবল দৈহিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, আত্মিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে। অনেকে আবার অতীতের মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকায়, তারা এই সমস্ত পৌরানিক কাহিনীতে বিশ্বাস করার কথা বলে থাকে। আবার অনেকের ধারণা এই যে, মানুষ তার মৃত্যুর পর ভূত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়ায় ও জীবিত মানুষদের অনিষ্ট করে।

দিয়াবল সম্বন্ধে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের ধারণা কী? বাইবেল স্পষ্টভাবে দিয়াবলের অস্তিত্বের বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। অবশ্য, বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, এবং অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর নরকে যায়। তাই, মৃত্যুর পর ভূত হবার তত্ত্ব বাইবেলের শিক্ষা নয়। দিয়াবল সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা হল, দিয়াবল বা শয়তানকে আমরা যেন ঈশ্বরের সমকক্ষ হিসাবে কখনও চিন্তা না করি। আমরা যেন কখনও দুই সমকক্ষ ঈশ্বরকে পাশাপাশি চিন্তা না করি, একজনকে উত্তম-ঈশ্বর এবং অন্যজনকে মন্দ-ঈশ্বর বলে চিন্তা না করি। বাইবেলের ঈশ্বর হলেন এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। তিনিই সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই স্বর্গদূতদের উত্তম করে সৃষ্টি করেছিলেন, যেন তারা ঈশ্বরের গৌরব, সেবা ও সম্মান

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু স্বর্গদূত তাদের পদমর্যদার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, গর্ব করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাপে পতিত হয় এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়। নেতা হিসাবে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের সেই বিদ্রোহ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য তারা মানুষদেরকে বিপথে পরিচালিত করে থাকে। বাইবেলের ৪টি স্থানে এ বিষয়ে আমরা বর্ণনা দেখতে পাই: যিশাইয় ১৪, যিহিষ্কেল ২৮, আদি ৩, এবং ইফিষীয় ৬ অধ্যায়। তাই, শয়তান বা দিয়াবলকে ঈশ্বরের সমকক্ষ ভাববার কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, ঈশ্বর যখন সৃষ্টিকর্তা, শয়তান তখন সৃষ্ট বিষয়; ঈশ্বর অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র-বিরাজমান, সর্বজ্ঞ, . . .; কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কোনও একটিরও অধিকারী নয়।

যাইহোক, মন্দ-আত্মা হল আত্মিক অস্তিত্ব, এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই কারণে, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা তাদের কথা বলতে দেখি, চীৎকার করতে দেখি, তাদের ত্যাগ করে ছেড়ে চলে যেতে দেখি, এবং যীশুর বিষয় তাদের জ্ঞানের কথাও পাই। তাই, এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লোকদের আমরা যেন মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগী বলে ভুল না করি। আবার, একে যেন আমরা কোনও দৈহিক রোগ বলেও ভুল না করি। যদিও অনেক সময় আত্মিক ও দৈহিক রোগ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে (মথি ১২:২২; ১৭:১৫; মার্ক ৯:১৮)।

শয়তান সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, সে ভাক্ত ভাববাদী, ভাক্ত প্রেরিত, ভাক্ত শিক্ষক, মিথাবাদী, অনুতাপহীন পাপী ও মিথ্যা ধর্মের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই কারণে আমাদের শত্রুকে জানতে হবে। ২করিন্থীয় ২:১১ পদে বলা হয়েছে, *"যেন আমরা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই; কারণ তার কল্পনা সকল আমরা অজ্ঞাত নই।"* আমরা যদি শয়তানের কল্পনা সকল জানি, তাহলে আমরা তাকে প্রতিহত করতে পারব।

এখানে সেই ব্যক্তিকে *অশুচি ভূতের আত্মায় পেয়েছিল*, বলা হয়েছে। এর অর্থ, সেই ব্যক্তি ভিতরে ভিতরে মন্দ-আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল, বাইরে সে অত্যাচারিত হচ্ছিল, এবং সম্পূর্ণ ভাবে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? এটা বুঝতে হলে, আমরা একটি উপমাকে ব্যবহার করতে পারি। মার্ক ৩:২৭ পদে, যীশু বলবান ব্যক্তিকে বেঁধে তার ঘর লুঠ করার কথা বলেছেন। আমরা আমাদের জীবনকে একটি ঘরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এখন, আমরা যদি আমাদের ঘরের সমস্ত জানালা বা দরজা খুলে রাখি, তাহলে আমরা সমস্ত ধরণের ভ্রান্ত লোককে আমন্ত্রন জানাব। তারা সবাই আমাদের ঘরে প্রবেশ করবে, আমাদের ঘরকে নোংরা করবে, আমাদের ঘরকে ধ্বংস করবে, আমাদের জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে, আমরা তাদের দ্বারা অধিকৃত হব। যখন আমরা এইভাবে আমাদের জীবনকে পাপের কাছে, অভ্যাসগত পাপের কাছে, ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার কাছে, ভ্রান্ত শিক্ষার কাছে, ভৌতিক বিষয়ের কাছে, জ্যোতিষীদের কাছে, ডাকিনীবিদ্যার কাছে, মদ্যপানাশক্তির কাছে, বিকৃত যৌনতার কাছে, ইত্যাদি সমর্পণ করি, তখন তাদের দ্বারা আমরা অধিকৃত হতে বাধ্য।

এখন, **আপনি যদি একজন অবিশ্বাসী হন**, তাহলে আপনি সহজেই সেই শয়তানের দ্বারা অধিকৃত হতে বাধ্য। হতে পারে, আপনি খুবই ভদ্র, সভ্য, সৎ ও নৈতিক; শয়তান চাইবে আপনি যেন নিজের বিষয় সেই বিশ্বাস করেন। কারণ, সে যখন আমাদের গর্ব দেখে, তখন সে আনন্দ করে; এবং যতকাল আপনি তার দলে আছেন, ততকাল সে আপনাকে চটাবে না। সে আপনার মালিক হয়ে আপনাকে অধিকার করবে এবং আপনার বিনাশ, তথা অনন্ত মৃত্যু আনয়ন করবে। সেই সত্য আপনি যদি আজ উপলব্ধি করেন, নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করুন, যীশুকে বিশ্বাস করে তাঁর সন্তান হন।

অন্যদিকে, **আপনি যদি একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী হন**, শয়তান আপনার জীবনকে অধিকার করতে পারে না। কারণ, খ্রীস্ট আপনার জীবনের মালিক। কিন্তু আপনার জীবনের বিভিন্ন জানালা বা দরজা খুলে রেখে, আপনি দিয়াবলের বিভিন্ন প্রভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, যা আপনার আত্মিক জীবনের শান্তি নষ্ট করে। এই সত্য যদি আমরা উপলব্ধি করে থাকি, তাহলে, আমাদের প্রয়োজন সেই পাপের বিষয় অনুতাপ করা ও সেই সমস্ত জানালা বা দরজা বন্ধ রাখা, এবং কেবল পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপনে ইচ্ছা প্রকাশ।

সেদিন সেই মন্দ-আত্মা যখন তার আগামী বিনাশের কথা জেনে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, *"আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে আসলেন?"* তখন তার থেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিষ্কার যে, দিয়াবল ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিতদের জীবনে কেবল বিনষ্টতাই অপেক্ষা করে আছে। সে যদিও যীশুকে *"ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি"* বলে স্বীকার করেছিল, যীশু কিন্তু তার সেই কথায় স্তাবকতা অনুভব করেননি, পরিবর্তে শয়তানের সত্য সাক্ষ্যেও যে তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই, তা প্রকাশ করেছেন। আলো ও অন্ধকার যেমন এক জায়গায় থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই, দিয়াবলের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও আপোষ হতে পারে না। আমরা যদি এই সত্য উপলব্ধি করি, তাহলে, দিয়াবলের ফাঁদে আমরা আমাদের পা দেব না; তার মিষ্টি কথায় আমরা প্রতারিত হব না, তার সঙ্গ আমরা ত্যাগ করব।

৩৫ পদে বলা হয়েছে, *"তখন যীশু তাকে ধমকে বললেন, চুপ কর, এবং ওর থেকে বের হও; তখন সেই ভূত তাকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে বের হয়ে গেল, তার কোনও ক্ষতি করল না।"* যীশু সেই মন্দ-আত্মার সঙ্গে তর্ক করেননি, কিন্তু তাকে সেই ব্যক্তির ভিতর থেকে বের হতে আদেশ করেছেন। যীশু দিয়াবলের কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে এসেছিলেন, তার কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাই তিনি সেদিন সেই লোকটিকে দিয়াবলের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করলেন। দিয়াবল যদিও শেষ ঝটকা মেরে তার থেকে বের হয়ে গেল, কিন্তু তার দ্বারা সেই লোকটির কোনও ক্ষতি করতে পারল না। কারণ যীশুর নিখুঁত ক্ষমতা তা করতে তাকে বাধা দিয়েছিল।

তাঁর এই স্বর্গীয় ক্ষমতা দেখে সামাজগৃহে উপস্থিত সমস্ত লোক অবাক হয়ে গেল, *"তখন সকলে চমৎকৃত হল, এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে অশুচি আত্মাদের আজ্ঞা করেন, আর তারা বের হয়ে যায়। পরে চারদিকের অঞ্চলের সর্বত্র তাঁর কীর্তি ব্যাপিল"* (৩৬-৩৭ পদ)। এর আগে তারা কারুর দ্বারা ক্ষমতার এমন অদ্ভুৎ প্রকাশ কখনও দেখেনি, তাই তারা সকলে অবাক হয়ে গেল। ফলস্বরূপ, তাঁর অদ্বিতীয় ক্ষমতার কথা পার্শবর্তী সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

পুরাতন নিয়মে মাত্র দুটি স্থান (১শমূয়েল ১৬:১৪-; ১রাজা ২২:২২-) ছাড়া কোথাও আমরা মন্দ-আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লোকদের কথা পাই না। আবার নতুন নিয়মে, সুসমাচারের বাইরে কেবল দুটি স্থানে (প্রেরিত ১৬:১৬-; ১৯:১৩-) আমরা এর কথা পাই। এর থেকে পরিষ্কার যে, যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে মন্দ-আত্মার শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ঘটনা সবথেকে বেশি পরিমাণে ও মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রেরিত-শিষ্যদের পরিচর্যাকালে তার প্রকাশ থাকলেও, মাত্রায় তা খুবই কম। এর কারণ আমাদের মশীহ তথা মুক্তিদাতা হবার জন্য, মন্দ শক্তির উপর যীশুর জয় একান্ত প্রয়োজন ছিল। অবশ্য, মন্দ-আত্মার শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের কাজ সবথেকে ব্যাপক হারে প্রকাশ পাবার সময় হল শেষ কাল, যখন খ্রীস্টারি এবং তার অনুসরণকারীদের দ্বারা তা প্রকাশ পাবে (২থিষলনীকীয় ২:৯; প্রকাশিত বাক্য ১৩:২-; ১৭:৮-)। কিন্তু তখনও খ্রীস্ট জয়লাভ করবেন এবং শয়তান ও তার অন্ধকারের সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করবেন (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪)।

আজ যদি আমরা কোনও মন্দ-আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসি, তাহলে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কী করব? শয়তান সত্য ও বাস্তব অস্তিত্ব। সে সর্বদা তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ঈশ্বরের কাজের বিরোধিতা করে চলেছে। কিন্তু তার জন্য তাকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তাই যখন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, যে আত্মিক অত্যাচার ভোগ করে চলেছে, তখন তার বিচার করার পরিবর্তে, আমাদের উচিৎ তার জন্য প্রার্থনা করা, তার সঙ্গে প্রার্থনা করা, ঈশ্বরের বাক্যের সত্য তাকে বলা। আমাদের এই জগৎ যখন পাপ ও শয়তানের বন্দিত্বে লোকদের দ্বারা পূর্ণ, তখন একমাত্র খ্রীস্টের সুসমাচারই পারে তাদের সেই বন্দিত্ব থেকে উদ্ধার করতে (লূক ৪:১৮)। তাঁর সন্তান আমাদের প্রত্যেককে তিনি পূর্ণ আত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই, বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব, নম্র ভাবে সেই ক্ষমতার সুষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা মানুষদের শয়তানের বন্দিত্ব থেকে উদ্ধার করা। বিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে সেই ক্ষমতার অধিকারী। আমরা যেন কখনও এমন কথা মনে না করি যে, কেবল পালক, প্রচারক বা পরিচারকরাই সেই ক্ষমতার অধিকারী। আর আমরা যখন সেই ক্ষমতার অধিকারী, তখন আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সেই ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার। আসুন, তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তাদের রক্ষা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com